গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৮ বছর ধরে নষ্ট জেনারেটর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রায় আট বছর ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে জেনারেটর। হাসপাতালের দোতলায় ওঠার সিঁড়ির নিচে একটি তালাবদ্ধ কক্ষে পড়ে রয়েছে এটি। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় দরজার তালায়ও ধরেছে মরিচা। অথচ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে জেনারেটরটি চালু থাকার কথা। ফলে লোডশেডিং হলে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের। কখনো কখনো চিকিৎসকদের মোবাইল ফোনের আলো জ্বালিয়ে রোগী দেখতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রোগী ও তাঁদের স্বজনেরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, জেনারেটরটি সাত থেকে আট বছর ধরে নষ্ট রয়েছে। বর্তমানে জরুরি বিভাগে বিকল্প হিসেবে একটি আইপিএস ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে রোগীদের ভোগান্তি বেড়ে যায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে জেনারেটর মেরামত না হওয়া কর্তৃপক্ষের উদাসীনতারই পরিচয়। মেহেরপুরের গাংনী একটি বৃহৎ উপজেলা। এ উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ চিকিৎসা নিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন। অনেকে হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা নেন। এ অবস্থায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলে, বিশেষ করে গরমের সময়, রোগীদের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। দ্রুত জেনারেটরটি সচল করার পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

হাসপাতালে ভর্তি রোগী ফাতেমা খাতুন বলেন, “গতকাল শুক্রবার রাতে কিছুটা বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি থাকলে বিদ্যুৎ না থাকায় রোগীদের অস্বস্তি চরমে ওঠে। আমি কয়েক দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছি। বর্তমানে হাসপাতালে রোগীর চাপও রয়েছে। হাসপাতালে যাতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকে, সে বিষয়টি দেখার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করছি।”

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা হাসানুজ্জামান বলেন, “হাসপাতালে লোডশেডিং হলে রোগীদের কষ্ট আরও বেড়ে যায়। শুনেছি, হাসপাতালে জেনারেটর আছে, কিন্তু সেটি সাত থেকে আট বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। কর্তৃপক্ষের কার্যকর উদ্যোগের অভাবেই হয়তো এমন অবস্থা হয়েছে। জেনারেটরটি দীর্ঘদিন তালাবদ্ধ থাকায় সেটি আরও নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, মানুষ যেন একটু স্বস্তিতে চিকিৎসাসেবা নিতে পারে, সে জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দিকে নজর দিন।”

মোছা. সামিয়া সুলতানা বলেন, “কিছুদিন আগে আমার বোনের মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম। লোডশেডিংয়ের কারণে রাতে থাকতে অনেক কষ্ট হয়েছিল। বিদ্যুৎ না থাকায় রোগী ও স্বজনদের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। আমরা জানি, হাসপাতালে জেনারেটর রয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকলে অন্তত সেটি চালু থাকার কথা। কিন্তু সারা রাতেও জেনারেটর চালাতে দেখিনি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উচিত, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটির দিকে সুনজর দেওয়া।”

রোগীর স্বজন রাজু আহমেদ বলেন, “দিনে বা রাতে যখনই বিদ্যুৎ চলে যায়, তখনই রোগীদের অস্বস্তিতে পড়তে হয়। হাসপাতালে বিকল্প হিসেবে অন্তত জেনারেটর অথবা আইপিএসের ব্যবস্থা থাকা দরকার। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভালো চিকিৎসা পাওয়া গেলেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ না থাকায় রোগীদের কষ্ট কম নয়। আশা করছি, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করবেন।”

এদিকে গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসের এজিএম (ওঅ্যান্ডএম) ফয়সাল হোসেন জানান, তাঁদের বিদ্যুতের চাহিদা ১০ থেকে ১১ মেগাওয়াট। চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে। তবে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করার কারণে সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখতে হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিসংখ্যানবিদ মো. মনিরুল ইসলাম জানান, গতকাল বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মোট ১০৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মাসুদুর রহমান বলেন, “রোগীদের সঠিকভাবে চিকিৎসাসেবা দিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন। যে সময়টুকু বিদ্যুৎ থাকে না, সে সময় রোগীদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে

জেনারেটর অথবা আইপিএস থাকা দরকার। বর্তমানে এখানে একটি আইপিএস রয়েছে, যা দিয়ে জরুরি বিভাগে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীদের জন্য জেনারেটর অথবা অতিরিক্ত আইপিএস প্রয়োজন। বিদ্যুৎ না থাকলে অনেক সময় মোবাইল ফোনের টর্চের আলো জ্বালিয়েও রোগী দেখতে হয়।”

তিনি আরও বলেন, “হাসপাতালের অফিস সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি, জেনারেটরটি সাত থেকে আট বছর ধরে নষ্ট রয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাঁরা দ্রুত এটি মেরামতের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।”

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা বলেন, “গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। উপজেলার অধিকাংশ রোগী এ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন। লোডশেডিং হলে ভর্তি রোগীদের অনেক কষ্ট হয়। তাই হাসপাতালে কীভাবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব।”

নতুন দরবেশপুরে প্রত্যাশার আলো সংগঠনের ঈদ উপহার বিতরণ

মেহেরপুরে নতুন দরবেশপুরে একটি অলাভ জনক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রত্যাশার আলোর পক্ষ থেকে দ্বিতীয় দিনের মত গ্রামের হতদরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিতদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার নতুন দরবেশপুর গ্রামের পূর্বপাড়ার প্রায় ৫০ জন দরিদ্রের মাঝে উপহার হিসেবে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়।

প্রত্যাশার আলো” মানবতার জাগরণে এক আশার আলো। সমাজে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে ও মানুষের নৈতিক চেতনা জাগিয়ে তুলতে “প্রত্যাশার আলো” নামে এক সামাজিক সংগঠন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। “মানুষের ঘুমন্ত নষ্ট হওয়া বিবেক ও অসুস্থ মনুষত্ব্যবোধটা জাগ্রত করার সামান্যতম প্রয়াসে – প্রজন্ম

প্রত্যাশা বিনির্মাণে আমরা”—এই স্লোগানকে সামনে রেখে সংগঠনটি সমাজের অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর সংকল্প নিয়েছে।

সংগঠনের সাধারন সম্পাদক শাকিল আহমেদ বলেন, “আমরা এমন একটি সমাজ গড়তে চাই, যেখানে মানুষ তার বিবেক ও মনুষ্যত্বের চেতনা নিয়ে বেঁচে থাকবে। সমাজের প্রতিটি মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, আর সেই দায়িত্ববোধ থেকেই ‘প্রত্যাশার আলো’ সংগঠন গড়ে উঠেছে। আমরা বিশ্বাস করি, সামান্য প্রচেষ্টা বড় পরিবর্তন আনতে পারে।”

আমাদের সংগঠনটি ইতোমধ্যে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এর মধ্যে দুঃস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ। গরিব ও অসহায় মানুষের মাঝে খাবার ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ। বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান। সমাজে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

সংগঠনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন সভাপতি শামিমুল ইসলাম শামীম। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য শুধু সাহায্য করা নয়, বরং মানুষকে স্বাবলম্বী করে তোলা, যাতে তারা নিজেরাই পরিবর্তনের অংশ হতে পারে।

“প্রত্যাশার আলো” সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে—আসুন, আমরা সবাই মিলে মানবতার কল্যাণে কাজ করি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই এবং মাদকমুক্ত সমাজ গড়ি। উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্হিত ছিলেন পূর্ব পাড়ার বিশিষ্ট সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ।

এছাড়াও উপস্হিত ছিলেন প্রত্যাশার আলো সংগঠনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মুফতি খায়রুল বাশার, মাহাবুবুল ইসলাম, আশাদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক আকাশ ইসলাম, দপ্তরসম্পাদক নাজমুস সাকিব, প্রচার সম্পাদক মুন আফ্রিদী, ছাত্রবৃত্তি সম্পাদক তাসিনুল ইসলাম সৌরভ, উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক আহসান তাহমিদ কার্যকারী সদস্যদের মধ্যে উপস্হিত ছিলেন হাসিবুল, রফিক, সুজন, রশিদ, সাইরুল, সাহাবুল, সাকিব, সাহাদ, মমিন সহ অনেকে ।

[redacted]

[redacted]

[redacted]